১৩৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. '3 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার গড়ে উঠতে পারে

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের বইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে প্রবন্ধ, কবিতা, ইসলামিক এবং রেফারেন্স বইয়ের চাহিদা প্রচুর। আর এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের বই রফতানির বাজার গড়ে উঠতে পারে।

সম্প্রতি কলকাতার বইমেলায় অংশগ্রহণ করে আসা বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও

কাওসার রহমান

বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দ এ কথা জানিয়েছেন। সমিতির সহসভাপতি হামিদুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশের বইয়ের বেশ ভাল চাহিদা আছে। প্রথমবার আমরা কলকাতার বইমেলায় অংশ নিয়েছি। আরও অংশ নিলে ওখানকার বাঙালীরা বাংলাদেশের বই সম্পর্কে জানবে। এতে দিন দিন বাংলাদেশের বইয়ের চাহিদা পশ্চিমবাংলায় বাড়বে।

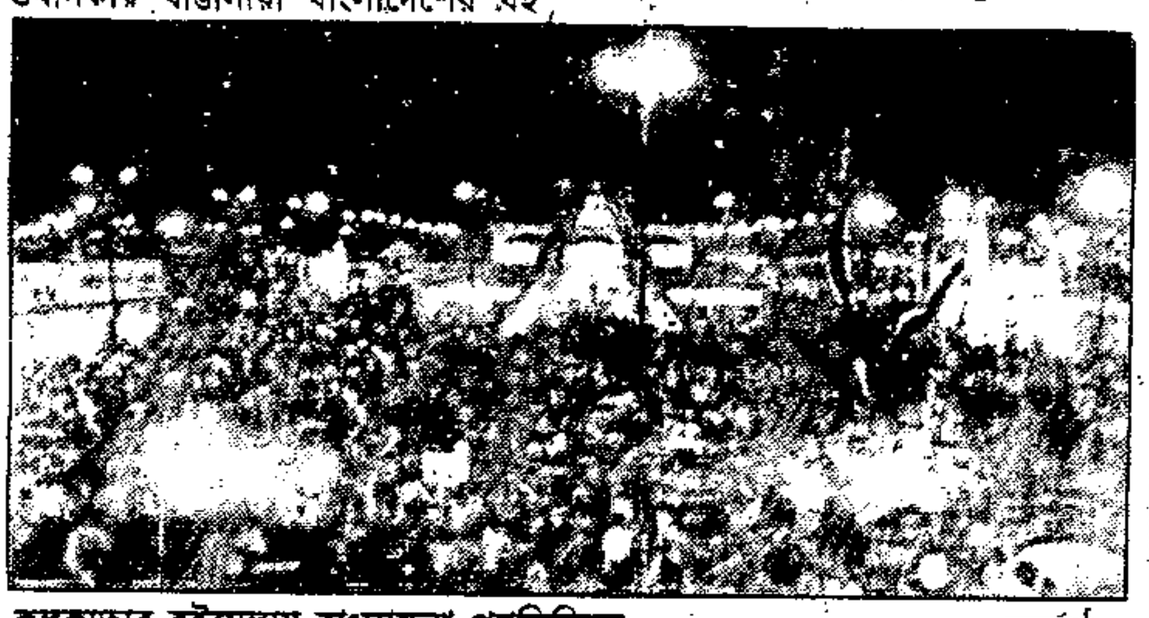

কলকাতার বইমেলায় বাংলাদেশের ৪০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠান মেলায় প্রায় ১৫ লাখ টাকার বই নিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে ৫০ ভাগ বই সেখানে বিক্রি হয়ে গেছে। কবিতা, প্রবন্ধ, ইসলামিক এবং রেফারেন্স বইয়ের চাহিদা কলকাতায় বেশি। সবচেয়ে বেশি চাহিদা শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ের। কিন্তু এত চাহিদা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কোন বই সে দেশে রফতানি হয় না বললেই চলে। এর প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে বই নেয়ার ব্যাপারে ভারতীয় আমদানিকারকদের অনীহা।

এ প্রসঙ্গে জনাব হামিদুল ইসলাম আরও বলেন, ট্যারিফ বা ট্যাক্স কোন সমস্যা নয়। আসল সমস্যা - হলো ভারতীয় আমদানিকারকদের আগ্রহের অভাব। ভারতে প্রতিবছর যে বই ছাপা হয়, তার মাত্র ২০ ভাগ সে দেশে বিক্রি হয়, অথচ ৮০ ভাগই বাংলাদেশে চলে আসে। অথচ ভারত প্রতিবছর যে বই আমদানি করে তার এক ভাগ বইও বাংলাদেশ থেকে ভারতে যায় না।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলেও বইয়ের প্রকাশনার মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে কাগজ, মুদ্রণ, ডিজাইন এবং বাঁধাইয়ের দিক দিয়ে বাংলাদেশের বই ভারতের চেয়ে অনেক উন্নত। তবে দাম তুলনামূলকভাবে ভারতের বইয়ের চেয়ে বেশি।

এ বিষয়ে সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের মেলাবিষয়ক পরিচালক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ জনকণ্ঠকে জানান, বাংলাদেশে বইয়ের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। এ কারণে দাম বেশি রাখতে হয়। তাছাড়া পশ্চিমবাংলার সৃজনশীল প্রকাশকরা সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি মূল্যে কাগজ

কলকাতার বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন —জনকণ্ঠ

পায়। কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা নেই। আবার ভারতীয় পাঠাগারগুলো প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকার বই কেনে। কিন্তু আমাদের বই কেনার মতো পাঠাগার নেই।

জনাব মেজবাহ উদ্দিন জানান, বাংলাদেশের সৃজনশীল প্রকাশকরা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাত করে বাংলাদেশ থেকে বই নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। জ্যোতি বাবু দু'দেশের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রায় ১২ হাজার সদস্য রয়েছে। এর মধ্যে সৃজনশীল বই প্রকাশকের সংখ্যা এক শ'-এর মতো হবে। তাও আবার সবাই সক্রিয় নেই। সক্রিয় প্রকাশকের সংখ্যা মাত্র ৫০ জন হবে। বাংলাদেশের প্রকাশনা ব্যবসা এখনও শিল্পের মর্যাদা পায়নি। এখানে লাখ লাখ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ হয়, শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু ব্যাংক ঋণের কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই প্রকাশকরা দেশের প্রকাশনা ব্যবসাকে শিল্পের মর্যাদা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।